



দৈনিক আজাদী



স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

বৃহস্পতিবার

২২ ডিসেম্বর ২০২২

www.edainikazadi.net বেজি, নং-৮-৫৪ | ৬৩তম বর্ষ ১০৭ সংখ্যা | ৭ পৌষ ১৪২৯ সাল | ২৭ জমাদিতল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি

৮ পৃষ্ঠা

৭ টাকা



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে 'বিজয় উৎসব' শীর্ষক বিজয় কনসার্ট ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সমাপনী

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে বিজয় দিবস উপলক্ষে পাঁচদিনের 'বিজয় উৎসব' শীর্ষক বিজয় কনসার্ট ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী, একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন।

সম্মানিত অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত নাট্যব্যক্তিত্ব, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য নাসির উদ্দীন ইউসুফ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক, রেজিস্ট্রার খুরশিদুর রহমান ও 'বিউটি সার্কাস' চলচ্চিত্রের পরিচালক মাহমুদ দিদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহিত উল আলম, ব্যবসা-শিক্ষা অনুষদের সহকারী ডিন প্রফেসর এম. মঈনুল হক এবং শিক্ষকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, আমরা চাই, বাংলাদেশ একটি সংস্কৃতিস্বত্ব দেশ হোক। একটি দেশের পরিচয় তার লেখাপড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি দেশের পরিচয় তার নাটক, তার সাহিত্য, তার সংগীত ও তার বিজ্ঞান-এসব মিলিয়েই। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের অনেক ক্ষোভ রয়েছে। আমরা তাদের উপনিবেশ ছিলাম ১৯০ বছর। আমাদের বিপুল সম্পদ তারা লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু তাদের জ্ঞানের, তাদের সংস্কৃতির যে ঐশ্বর্য তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। জার্মানি দুটো মহাযুদ্ধ ঘটিয়েছে; হিটলারের মতো অমানবিক ও নির্দয় মানুষের জন্ম দিয়েছে। তারপরও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, জার্মানি অসাধারণ সব লেখক, নাট্যকার, কবি ও সুরকারের স্রষ্টা; তার রয়েছে বিশাল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বস্তুত কোনো দেশের সংস্কৃতিকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করা যায় না। একটা দেশকে এগিয়ে নিতে হলে তাকে সংস্কৃতিস্বত্ব করেই এগিয়ে নিতে হয়। বাংলাদেশকেও সংস্কৃতিস্বত্ব করেই এগিয়ে নিতে হবে। ড. সেন আরও বলেন, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মুখ্য কাজ জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান সৃষ্টি করা হলেও আমরা চাই, শিক্ষার পাশাপাশি এই ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানুক, এই সংস্কৃতিকে ধারণ করুক। কারণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অচ্ছেদ্য। এ কারণেই প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করে থাকে। পাঁচদিনের 'বিজয় উৎসব' শীর্ষক বিজয় কনসার্ট ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী তারই উদাহরণ। ড. সেন ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়কে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় বলে উল্লেখ করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে 'বিজয় উৎসব' মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সমাপনী

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে বিজয় দিবস উপলক্ষে পাঁচদিনের 'বিজয় উৎসব' শীর্ষক বিজয় কনসার্ট ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী, একশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। অতিথি ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য নাসির উদ্দীন ইউসুফ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড.

কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক, রেজিস্ট্রার খুরশিদুর রহমান ও 'বিউটি সার্কাস' চলচ্চিত্রের পরিচালক মাহমুদ দিদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম, ব্যবসা-শিক্ষা অনুষদের সহকারী ডিন প্রফেসর এম. মঈনুল হক এবং সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, আমরা চাই, বাংলাদেশ একটি সংস্কৃতিস্বতন্ত্র দেশ হোক। একটি দেশের পরিচয় তার লেখা-পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি দেশের পরিচয় তার নাটক, তার সাহিত্য, তার সংগীত ও তার বিজ্ঞান-এসব মিলিয়েই।-বিজ্ঞপ্তি



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে 'বিজয় উৎসব' মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সমাপনীতে বক্তব্য রাখছেন ড. অনুপম সেন, নাসির উদ্দীন ইউসুফসহ অন্যরা



সংস্কৃতিঋদ্ধ করেই দেশকে এগিয়ে নিতে হবে : ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে বিজয় দিবস উপলক্ষে পাঁচদিনের 'বিজয় উৎসব' শীর্ষক বিজয় কনসার্ট ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল ৩টায় নগরীর দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত নাট্যব্যক্তিত্ব, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য নাসির উদ্দীন ইউসুফ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন- প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক, রেজিস্ট্রার খুরশিদুর রহমান ও 'বিউটি সার্কাস' চলচ্চিত্রের পরিচালক মাহমুদ দিদার, কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহিত উল আলম, ব্যবসা-শিক্ষা অনুষদের সহকারী ডিন প্রফেসর এম. মঈনুল হক এবং শিক্ষকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, আমরা চাই, বাংলাদেশ ● পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৬.

সংস্কৃতিঋদ্ধ করেই দেশকে এগিয়ে নিতে

● শেষ পৃষ্ঠার পর

একটি সংস্কৃতিঋদ্ধ দেশ হোক। একটি দেশের পরিচয় তার লেখাপড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি দেশের পরিচয় তার নাটক, তার সাহিত্য, তার সংগীত ও তার বিজ্ঞান-এসব মিলিয়েই। একটা দেশকে এগিয়ে নিতে হলে তাকে সংস্কৃতিঋদ্ধ করেই এগিয়ে নিতে হয়। বাংলাদেশকেও সংস্কৃতিঋদ্ধ করেই এগিয়ে নিতে হবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি অচ্ছেদ্য। এ কারণেই প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করে থাকে। পাঁচদিনের 'বিজয় উৎসব' শীর্ষক বিজয় কনসার্ট ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী তারই উদাহরণ।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় ৭ কোটি মানুষের মধ্যে ৬ কোটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। প্রত্যেকের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত গভীর বেদনাদায়ক ঘটনা রয়েছে, স্মৃতি রয়েছে। এসব ঘটনা ও স্মৃতি চলচ্চিত্র নির্মাণের উপযোগী। ইতোমধ্যে কোনো কোনো ঘটনা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এসব চলচ্চিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দেখানো দরকার, শিক্ষার পাশাপাশি যেন তারা বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবগত হতে পারে।

তিনি 'বিউটি সার্কাস' চলচ্চিত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে বলেন, এই চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলার চেষ্টা করা হয়েছে। 'বিউটি সার্কাস' চলচ্চিত্রের পরিচালক মাহমুদ দিদার চলচ্চিত্রটি নির্মাণের ইতিহাস বর্ণনা করেন। বিজ্ঞপ্তি



বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা
সংস্কৃতি বাড়াতে হবে



স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে
বাংলাদেশের মানুষ



সফলতায় কাতারকে আরব
দেশগুলোর ওভেছে



‘উনলৌকিক’ থেকে এবার ‘ক্যাফে ডিজায়ার’
‘উনলৌকিক’ পরিচয়ের পরিচালক রবিউল আশম রাবি এবার
কিনোতে সিনেমা নিয়ে চমকি অরিজিনাল ফিল্ম ‘ক্যাফে
ডিজায়ার’ মুক্তি পেতে যাচ্ছে আগামী বৃহস্পতিবার ২২ ডিসেম্বর।
বিজ্ঞপ্তি • পৃষ্ঠা ৩



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে বিজয় কনসার্ট ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

‘শিক্ষা ও সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য’

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে বিজয় দিবস উপলক্ষে পাঁচদিনের ‘বিজয় উৎসব’ শীর্ষক বিজয় কনসার্ট ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১ ডিসেম্বর বিকেল ৩টায় প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী, একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য নাসির উদ্দীন ইউসুফ। উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার প্রফেসর একেএম তফজল হক, রেজিস্ট্রার জনাব খুরশিদুর রহমান ও ‘বিউটি সার্কাস’ চলচ্চিত্রের পরিচালক মাহমুদ দিদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম, ব্যবসা-শিক্ষা অনুষদের সহকারী ডিন প্রফেসর এম. মঈনুল হক এবং শিক্ষকবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, আমরা চাই, বাংলাদেশ একটি সংস্কৃতিস্বদ্ধ দেশ হোক। একটি দেশের পরিচয় তার লেখাপড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি দেশের পরিচয় তার নাটক, তার সাহিত্য, তার সংগীত ও তার বিজ্ঞান-এসব মিলিয়েই। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের

অনেক ক্ষোভ রয়েছে। আমরা তাদের উপনিবেশ ছিলাম ১৯০ বছর। আমাদের বিপুল সম্পদ তারা লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু তাদের জ্ঞানের, তাদের সংস্কৃতির যে-ঐশ্বর্য তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। জার্মানী দুটো মহাযুদ্ধ ঘটিয়েছে; হিটলারের মতো অমানবিক ও নির্দয় মানুষের জন্ম দিয়েছে। তারপরও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, জার্মানী অসাধারণ সব লেখক, নাট্যকার, কবি ও সুরকারের স্রষ্টা; তার রয়েছে বিশাল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বস্তুত কোনো দেশের সংস্কৃতিকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করা যায় না।

একটা দেশকে এগিয়ে নিতে হলে তাকে সংস্কৃতিস্বদ্ধ করেই এগিয়ে নিতে হয়। বাংলাদেশকেও সংস্কৃতিস্বদ্ধ করেই এগিয়ে নিতে হবে।

ড. সেন আরও বলেন, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মুখ্য কাজ জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান সৃষ্টি করা হলেও আমরা চাই, শিক্ষার পাশাপাশি এই ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানুক, এই সংস্কৃতিকে ধারণ করুক। কারণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অচ্ছেদ্য। এ কারণেই প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করে থাকে। পাঁচদিনের ‘বিজয় উৎসব’ শীর্ষক বিজয় কনসার্ট ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী তারই উদাহরণ। ড. সেন ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়কে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় বলে উল্লেখ করেন। বিজ্ঞপ্তি

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সমাপনী